এক নজরে যাকাত

অর্থঃ নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ দাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের (কল্যাণের) জন্য নেক কাজ যা আগে পাঠাবে, তা তোমরা আলাহর নিকট পাবে। আর সেটাই উত্তম এবং প্রতিদান হিসেবে অনেক বড়। (সূরা মুজ্জাম্মিল–২০)

ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে মালের যাকাত অন্যতম। ইহাকে মালী ইবাদত বলা হয় যাহা খাঁটি ঈমানদারগণই আদায় করতে পারে। কারণ মানুষ জীবনে পরিশ্রম করে যে সম্পদ উপার্জন করে তাহার নির্ধারিত পরিমাণ প্রতি বছর অকাতরে শুধুমাত্র আলাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করা একমাত্র ঈমানদারগণেরই কাজ। যাকাত প্রদানে মাল পবিত্র হয়, মালে বরকত হয়, মালের হেফাজত হয়, আলাহর আদেশ পালন হয় ও আলহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। একজন সজ্ঞান, মুসলমান বালেগের নেছাব পরিমাণ মাল বছর পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে যাকাত ফরজ হয়। যাকাত কয়েক প্রকার যথাঃ মালের যাকাত, জমির যাকাত ও জীব–জন্তুর যাকাত। যেসব মালের উপর যাকাত ফরজ হয় তাহা ৪ প্রকার যথা ১) সোনা। ২) চাঁদি। ৩) নগদ টাকা। ৪) ব্যবসার মাল। যাহার কাছে শুধুমাত্র সোনা আছে অন্য তিন প্রকারের কিছু নাই তাহার নেছাবের পরিমাণ সাড়ে সাত তোলা সোনা। এইরূপ যাহার কাছে শুধুমাত্র চাঁদি আছে তাহার নেছাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি। যাহার কাছে শুধুমাত্র এই পরিমাণ টাকা আছে যে সেই টাকা দিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি খরিদ করা যায় তাহাই নেছাব। যাহার শুধুমাত্র ব্যবসার মাল এই পরিমাণ আছে যাহা বিক্রয় করিলে বর্তমানে যত টাকা পাওয়া যাবে তাহা দ্বারা সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি খরিদ করা যায় তাহাই নেছাব। যাহার কাছে এই চার প্রকারের কোনটাই এককভাবে নেছাব পরিমাণ নাই বরং ২/৩ অথবা ৪ প্রকারের আংশিক কিছু কিছু আছে তাহলে সবগুলি মিলিয়ে একত্রে মূল্য হিসাব করিলে যে পরিমাণ মূল্য হয় সে মূল্য দ্বারা যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদি খরিদ করা যায় তবে তাহাই নেছাব। আর এই নেছাব পরিমাণ মালের মালিক যেদিন হবে সেদিন থেকে চন্দ্রমাস হিসেবে এক বৎসর পূর্ণ হলে তাহার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ হয়। অতিতে কয়েক বছর যদি যাকাত আদায় না করে থাকে তাহলে তাহার যাকাতের সবগুলি ফরজ তাহার জিম্মায় রহিয়া যায়। যাহা আদায় করা অতীব জরুরী। তবে তাহা একবারে অথবা একাধিকবারেও আদায় করা যায়। যেমনঃ নামাজের উমরী ক্বাযা আদায় করা হয়। একজন মুসলমান বালেগ পুরুষ বা মহিলা যে উপার্জন করে না বরং লেখা-পড়া করে অর্থাৎ ছাত্র–ছাত্রী, তাহার যদি উক্ত নেছাব পরিমাণ মাল থাকে তবে তাহার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ। অনেকেই নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র হওয়ার দরুণ এবং মহিলারা বিবাহ–সাদী না হওয়ার দরুণ যাকাত আদায় করে না বা যাকাত ফরজ মনে করে না ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যেসব মাল কেনা-বেচা হয় না বরং তাহা দ্বারা ভাড়া খাটানো হয় যেমনঃ বাস–ট্রাক, ডেকোরেটারের মাল ও বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। এই সবের মূল্য ব্যবসার মালে গণ্য হবে না বরং এইগুলির দ্বারা ভাড়া খাটায়ে যে আয় হবে তাহার উপর যাকাত ফরজ হবে।

যাকাতের ফরজ ঃ ১) নেছাবের মালিক হওয়া। ২) চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়া। ৩) মালের হিসাব করা। ৪) নিয়্যাত করা। ৫) বিনা শর্তে হক্ব দারের হাতে পৌঁছানো।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় না ঃ ১) অমুসলিমকে। ২) নেছাব পরিমাণ মালদার এবং তাহার নাবালগ সন্তানকে। ৩) সাইয়্যেদ বংশকে। ৪) মা, বাপ, দাদা, দাদী, পর দাদা, পর দাদী, নানা, নানী, পর নানা, পর নানী ইত্যাদি উপরের সিঁড়ি। ৫) ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাতনী, পোতা, পৌত্রী ইত্যাদি নীচের সিঁড়ি। ৬) স্বামী বা স্ত্রীকে। ৭) মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্য। ৮) মৃত ব্যক্তির কাফন, দাফন, ঋণ ইত্যাদি আদায়ের জন্য। ৯) রাস্তা, ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য। ১০) চাকর–চাকরাণী, কর্মচারীকে কাজের বিনিময়ে। তবে খাওয়া–পড়া, বেতন ইত্যাদি যে শর্তে কাজ করে তাহা ছাড়া অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া যাবে যদি তাহারা গরীব হয়।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় ঃ ১) ফকীর, মিসকীন। ২) যারা আলাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। ৩) যে মুসাফির সফরে রিক্তহস্ত (বাড়ীতে সম্পদশালী হলেও)। ৪) যাকাত দাতার ভাই–বোন, ভাতিজা–ভাতিজি, ভগ্নিপতি, ভাগ্নে–ভাগ্নি, চাচা, চাচী, খালা, খালু, ফুপা, ফুফী, মামা, মামী, শাশুড়ি, জামাই, সৎবাপ, সৎমা ইত্যাদি এরা যদি গরীব হয়।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম ঃ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাকারী ও শিক্ষক যদি যাকাতের হক্বদার হয়, তাহলে এইরূপ লোককে যাকাত দেওয়া সবচেয়ে উত্তম। তারপর যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গরীব। তারপর বন্ধু–বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যে যারা গরীব।